স্বাদু স্বাদু পদে পদে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর স্মৃতিচারণ

কণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে বেশ কিছুদিনের জন্য সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অবস্থান করেন। কোনও অজানা দৈবনির্দেশেই যেন সেই কদিনের অমূল্য প্রাপ্তির কথা প্রতিদিনই লিখে রাখতাম। মাঝে মাঝেই সে-স্মৃতিকথা পাঠ করে, সেই পূত সঙ্গলাভের স্বাদ বারংবার অনুভব করে পুলকিত হই।

১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসের ১৯ বা ২০ তারিখে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গিয়ে জানতে পারলাম পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ২২ জানুয়ারি বিকেলে আশ্রমে পৌঁছবেন। ২৩ জানুয়ারি বিকেলবেলা আমি, শীলা, মীরা ও রানু (পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা) আশ্রমে গিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে পৌঁছনমাত্রই সাদর অভ্যর্থনা, ''এসো, এসো। ভাল আছ তো সকলে?'' প্রণাম করে পরম আনন্দে বসলাম।

কথাপ্রসঙ্গে পূজনীয় মহারাজ বললেন, ''যে-কোনও আদর্শ নিজের জীবনযাপনের মাধ্যমে পালন করে যেতে হবে—সে গৃহীই হও বা সন্ন্যাসী। একজন পুলিশ অফিসারের উল্লেখ করে বললেন, ''ভদ্রলোক আমায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানালেন। কী বিনীত নম্র আচরণ! অতবড় অফিসার, কিন্তু কোনও অহংকার নেই। তিনি আমায় শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন, আমারই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হল। এই ভাবটি চাই, এই বিনয়, এই নম্রতা। দুঃখের কথা—এই ভাবটি আমাদের দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের দেশের আদি ভাব। ভাবটিকে ধরে রাখতে হবে।''

এই প্রসঙ্গে বর্তমান ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের উল্লেখ করে মহারাজ তার কারণস্বরূপ অনুসরণীয় আদর্শ চরিত্রের অভাবের কথা বললেন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। প্রাচীন গুরুকুল পদ্ধতির শিক্ষা আদর্শ মানুষ গঠনের সহায়ক ছিল। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠত। এ-প্রসঙ্গে মিশনের স্কুলগুলির উদাহরণ দিলেন মহারাজ। গৃহের পরিবেশ থেকে দূরে থেকে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আদর্শ জীবনযাপনের সুযোগ পায় ছাত্ররা—যা তাদের চরিত্রগঠনের সহায়ক হয়।

তারপর বললেন, ''আমাদের বাল্যকালে আমরা মা-ঠাকুমার মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনির মাধ্যমে কত উচ্চ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতাম,

কত মহান চরিত্র, উচ্চ বীরত্বের কথা শুনতাম। এখন তো মায়ের সঙ্গে সন্তানের প্রায় সম্বন্ধই নেই, আয়ার কাছে ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠে। কেবল বহির্মুখী ভাব, মস্তিষ্কের চর্চা চলছে, হৃদয়ের চর্চা নেই। বিদেশের অনুকরণে এসব চলছে।

''মা-ঠাকরুন এসেছিলেন মাতৃভাবের উদ্বোধন করতে। ঠাকুর তাঁর সাধনার সব ফল মাতৃচরণে অর্পণ করেছিলেন। মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী। ওই দক্ষিণেশ্বরে ছিল দুটি personality—একটি মা, অপরটি ঠাকুর।

''স্বামীজীও চেয়েছিলেন এই মাতৃভাবের উদ্বোধন। নিবেদিতা ও আর সব মেয়েদের দিয়ে মাকে কেন্দ্র করে আদর্শ জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় এটা হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এখন সময় এসেছে। স্বামীজী বলেছেন, প্রকৃতির এই নিয়ম—একবার পতন আবার উত্থান। স্বামীজী যুগদ্রষ্টা ঋষি। সেই কবে তিনি বলেছেন, গঙ্গার ওপারে মেয়েদের মঠ হবে। তিনি ছিলেন সত্যসংকল্প পুরুষ। তিনি তো কম নন! ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, তোকে সব দিয়ে ফকির হলুম। স্বামীজী বারবার বলেছেন মাকে চাই—মা তৈরি করতে হবে। পুরুষ একা সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি চাই। দেখেছ তো মা কালী শিবকে স্পর্শ করে আছেন।''

পূজনীয় মহারাজ এখন একটু বিশ্রাম করবেন। আমরা সেজন্য তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আবার তাঁর ঘরে গেলাম। পূর্বপ্রসঙ্গের রেশ ধরে পূজনীয় মহারাজ মাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বললেন, ''প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব আলাদা। মাতৃভাবে ত্যাগই আমাদের আদর্শ। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যস্ত থাকলে হবে না।'' যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ত্যাগের উচ্চ আদর্শের কথা স্মরণ করালেন। এই একই আদর্শের প্রতিফলন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে—এক হাতে টাকা অপর হাতে মাটি নিয়ে। অমৃতত্ব চাই—সেটাই আসল প্রাপ্তি। টাকায় তো তৃপ্তি নেই! ত্যাগই জীবনের আদর্শ। মহাভারতের নেউলের কাহিনি বললেন মহারাজ। সন্ধ্যা হয়ে আসায় সেদিন বিদায় নিলাম।

পূজ্যপাদ মহারাজ গতবার আশ্রমসংলগ্ন বিনোদ কুটিরে ছিলেন, এবার আশ্রমের প্রাইমারি স্কুলবাড়ির দোতলায় অবস্থান করছেন। ২৪ জানুয়ারি দুপুরের দিকে আশ্রমে পৌঁছে স্কুলবাড়ির সামনে মস্ত শিরিষ গাছটির নিচে বসে আমরা অপেক্ষা করছি। অল্প পরেই স্কুলবাড়ি থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে পূজ্যপাদ মহারাজের সেবক পরিতোষ মহারাজ আমাদের ওপরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মহারাজ দূর থেকে আমাদের দেখেই তাঁর ঘরে ঢুকতে বললেন এবং কীভাবে আমরা বহরমপুর থেকে এসেছি, সেসব জিজ্ঞাসা করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ''বাছুরের গলায় দড়ি যতক্ষণ না পড়ে, আনন্দে সে লাফিয়ে বেড়ায়, গলায় দড়ি পড়লেই শুকিয়ে যায়। সেইরকম সংসারের দড়ি যাদের গলায় পড়েনি, তারাই আনন্দে আছে। ব্রহ্মচর্য, পবিত্রতা থাকলে কিছু ভয় নেই। এটাই তো প্রয়োজন। খুব ধ্যান-জপ করে যাবে। ব্যাকুলতা চাই। ক্ষুধা দরকার। ভরা পেটে খেতে ভাল লাগে না। ক্ষুধা আছে তার প্রমাণ, খেতে ভাল লাগছে। ধ্যান-জপ করতে ভাল লাগলে বুঝবে তাঁতে আসক্তি এসেছে। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি চাই।

''তাঁর কাছে আবদার করতে হয়—নিজের বাপ-মা ভেবে। বর্তমানে মাতৃভাব। কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহাত্মবুদ্ধি। দুহাজার বছর আগে যিশুখ্রিস্ট পিতৃসম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। এবার ঠাকুর বললেন—মা। পুরাণের যুগে নানা সম্বন্ধ পাতানো হয়েছে, তার আগে সগুণ ব্রহ্মের, তারও আগে নির্গুণ

ব্রহ্মের উপাসনা হত। আসল কথা প্রীতি চাই, ভাব যাই হোক। মীরা বলেছেন, 'প্রেম লগানা চাহি রে মনোয়া—প্রীত করনা চাহি।' এইসব মনে রাখতে হবে। কথামৃত শুধু পড়া নয়, চিন্তা করতে হবে—মনন ও নিদিধ্যাসন চাই। প্রথম থেকেই তো 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' হয় না। তাই প্রয়োজন লীলাচিন্তন। কথামৃতের প্রতিটি অনুচ্ছেদ চিন্তা করার অভ্যাস করতে হবে। ঠাকুর বলেছিলেন, সংসারে থাকতে হবে একটু গোলাপি নেশা করে—এইসব কথা ধ্যান করতে হবে। ঠাকুরঘরে ঢোকার সময় একেবারে শিশুর মতো হতে হবে, সব উপাধি, বৃত্তি—সব বাইরে ফেলে আসতে হবে। ভগবান যিশু বলেছেন, 'The doors of Heaven are revealed unto the babes.' ঠাকুরেরও মাতৃভাব সাধন। মাতৃভাবে উপাসনা মানেই একেবারে শিশু হয়ে যাওয়া। ঠাকুরের কাছে আবদার করতে হবে, জোর করতে হবে। আমি তো এক পা এগিয়েছি, তুমি এগিয়েছ কি? আমি তোমার, তুমি আমার—বলতে বলতে প্রাণ ভরে যায়। কত বড় ভরসা!"

এইসময় আশ্রমাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী সুখদানন্দজী মহারাজ কিছু ফুটন্ত গোলাপ ফুল নিয়ে প্রবেশ করে অতি বিনীতভাবে পূজ্যপাদ মহারাজকে ফুলগুলি দিলেন। মহারাজ দুহাতে ফুলগুলি গ্রহণ করে তাঁকে বললেন, ''দেখো ফুল তো দেবতার ও বাবুদের জন্য। তা আমি তো দেবতাও নই, বাবুও নই। ও পরিতোষ, এই ফুল তুমি ঠাকুরের চরণে দাও।" সকলেই মহারাজের কথায় হাসলেন।

সুখদানন্দজী পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে বিনীতভাবে বললেন, ''মহারাজ, ভক্তেরা হলঘরে অনেকক্ষণ আপনার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন।" মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন, ''আমি তো এখন যেতে পারব না সুখদানন্দ। অনেকক্ষণ ধরে এই কণাদের সঙ্গে কথা বলে এখন আমার খুব ক্লান্ত লাগছে যে!" সুখদানন্দজী আর কোনও কিছুই না বলে, 'আচ্ছা মহারাজ' বলে অতি বিনীতভাবে প্রণাম করে বেরিয়ে গেলেন।

আমি তো তখন প্রমাদ গুনছি। অপেক্ষমাণ ভক্তবৃন্দ এখন কী করবেন, আমরাই বা কেমন করে তাঁদের সামনে দিয়ে যাব। তখন একটু সাহস করে বলেই ফেললাম, ''মহারাজ কত দূর দূর থেকে সকলে আপনার দর্শনের আশায়, আপনার মুখের দুটো কথা শুনবে বলে কখন থেকে এসে বসে আছে, আপনি না গেলে ওদের যে খুব কষ্ট হবে, দুঃখ হবে মহারাজ!"

মহারাজ উত্তর দিলেন, ''তা দেখো, তোমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে আমার যে এখন খুব ক্লান্ত লাগছে, আমি তো আর এখন কথা বলতে পারব না!" আমি বললাম, ''না না মহারাজ, কথা বলতে হবে না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিয়ে আপনি আস্তে আস্তে হলঘরে গিয়ে বসলে, সকলে তো আপনাকে দর্শন করার, প্রণাম করার সুযোগ পাবে!" শিশুর সারল্যে পূজ্যপাদ মহারাজের প্রশ্ন : ''তাহলেই হবে তো? তাহলে আর কারও কোনও দুঃখ থাকবে না তো?" আমার বুক ঢিপঢিপ করছে। কোনওরকমে বলি, ''হ্যাঁ মহারাজ, আপনার দর্শন পেলেই সবার খুব আনন্দ হবে। আর কোনও দুঃখ থাকবে না।" মনে ভাবছি, সকলে দর্শন-প্রণামের সুযোগ তো পাক একবার, মহারাজ গিয়ে বসলে একটু তো কথা বলবেনই। তখন যা হয় হবে।

মহারাজ তখন পরিতোষ মহারাজকে পাঠালেন সুখদানন্দজীকে ডাকতে। তিনি আসা মাত্রই মহারাজ বললেন, ''ও সুখদানন্দ, এই দেখো কণা বলছে আমি হলঘরে না গেলে নাকি ভক্তদের খুব দুঃখ হবে। ও বলছে, কথা বলার দরকার নেই, একবার ওখানে গিয়ে বসলেই নাকি দর্শন, প্রণাম করে সবার খুব আনন্দ হবে। তাহলে বাপু ঠিক আছে,

তাই হবে। একটু বিশ্রাম করে আমি পরে গিয়ে হলঘরে বসব।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''কী, ঠিক আছে তো? তাহলে আর কারও কোনও কষ্ট থাকবে না তো?" আনন্দে আমার চোখে জল। কোনও কথা না বলে, পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে নীরবে হলঘরে গিয়ে সবার পিছনে বসলাম। সুখদানন্দজী এসে সুখবর দিতে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরে পূজ্যপাদ মহারাজ হলঘরে এসে বসার পর আনন্দে উদ্বেল ভক্তবৃন্দ তাঁকে প্রাণভরে দর্শন ও প্রণাম করার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি।

এরপর মহারাজ লক্ষ্ণৌতে তাঁর দেওয়া যে-ভাষণটি উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেটি আমায় পড়ে সকলকে শোনাতে বললেন। আমি পড়া শুরু করার আগে বললেন, ''আজ আর আমি আলাদা করে কিছু বলব না। কণা যেটি পড়বে, তা তো আমারই কথা, সুতরাং তোমাদের তো দুঃখ করার কিছু নেই, তাই না?"

পড়া শেষ হলে পূজনীয় মহারাজ বারবার বললেন, ''শুধু শুনে কী হবে, যদি যা শুনলে তা চিন্তা ও অভ্যাস না কর? অভ্যাস করতে হয়, চিন্তা করতে হয়। তাঁকে ভালবাসা, তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। মনন ও নিদিধ্যাসন দরকার।

''গুরু শিষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ ঘটান। গুরু ঘটকের মতো বরকনেকে মিলিয়ে দেন। কখনও ভুলো না আমি তোমাদের ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করে দিয়েছি। তোমরা তাঁর চরণে নিবেদিত।"

প্রণাম করে চলে আসার সময় মহারাজ বললেন, ''এই বেশ হল। আগামীকাল থেকে তাহলে এইরকমটাই হবে। তুমি 'সৎপ্রসঙ্গ' এনো, তার থেকে একটা চ্যাপটার পড়বে। পরে আমি আরও দু-চার কথা বলব। তাহলেই হবে তো? কারও কোনও দুঃখ থাকবে না তো? আর একটা খাতা নিয়ে আসবে, আমি যা বলব, নোট করে নেবে।" বললাম, ''মহারাজ, আজও আমি নোট করেছি।" ''বাঃ, কেমন করে নোট করলে? খাতা তো আজ আননি।" বললাম, ''মহারাজ এই বইটাতে খবরের কাগজের মলাট আছে, ওতেই লিখে নিয়েছি, বাড়ি গিয়ে ঠিক করে নেব।" শুনে খুব খুশি হলেন।

২৫ জানুয়ারি বিকেলে শীলা ও মীরা সহ আশ্রমে পৌঁছে পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে আমরা হলঘরে একটু বসার পর উনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। 'সৎপ্রসঙ্গ' এনেছি কি না জিজ্ঞাসা করে, 'ভক্তি' অধ্যায়টি পড়ার নির্দেশ দিলেন।

আমরা হলঘরে বসার খানিকক্ষণ পরেই পূজ্যপাদ মহারাজ এসে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। ভক্তবৃন্দের প্রণামাদি সমাপ্ত হলে আমায় 'সৎপ্রসঙ্গ' থেকে পাঠের নির্দেশ দিলেন।

পাঠশেষে মহারাজ ভক্তি প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে থাকলেন। বললেন, ''ভক্তির রাস্তা সকলের পায়ের নিচে। মহাপ্রভু এটা দেখিয়ে গেছেন। কী দীনতা তাঁর! কী নিরহংকার! বলেছেন, ভক্তির অধিকারী কে? তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা—এতটুকু অহংকার নেই যার। অহংকার, মোহ, মায়া সত্যবস্তুকে আবরণ করে রাখে। তাঁর নাম করতে করতে এ-আবরণ সরে যায়। শ্রবণ, মনন, অভ্যাসই হল উপায়। আর চাই সহিষ্ণুতা।

''সংসারে থাকতে গেলে কত ঘাত-প্রতিঘাত আসে। তাই ভাল মাঝি হতে হয়। শক্ত হাতে হাল ধরে থাকলে ভয় নেই। বেলুড়ের গঙ্গায় কত নৌকা দেখা যায়। শক্ত মাঝির হাতে নৌকা কেমন সুন্দর চলে। আনাড়ি মাঝি হলে নৌকা ডুবে যায়। তাই শিখতে হয় কী করে ভাল মাঝি হওয়া যায়।

''কেউ যদি ভাবে ঢেউ থামলে পরে স্নান করব, তার আর স্নান করা হয় না। ঢেউ-এর মধ্যেই স্নান করতে হবে। আমরা যদি সংসারের ঢেউ থামার

অপেক্ষা করি, সে-ঢেউ কোনওদিনই থামবে না, তাই ভাল মাঝি হতে হলে ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। হাল ধরে থাকতে হবে শক্ত হাতে। এটা একটা বড় জিনিস। গঙ্গায় দেখনি, গাধাবোট কেমন দু-একবার দুলেই বান কাটিয়ে চলে যায়! বয়াগুলো কেমন মজা করে ভাসে, ঢেউ তাদের স্থানচ্যুত করতে পারে না। এটি ভাল করে শিখতে হয়। অভ্যাস করতে হয়। দেখনি, ঝড় এলে কলাগাছ কচুগাছ কেমন শুয়ে পড়ে, কিন্তু বট অশ্বত্থ দু-একবার দুলেই স্থির হয়ে যায়! শোননি,

'ঝড়ে তরু নড়ে যত
তরু বদ্ধমূল হয় তত।'

''তাই প্রয়োজন ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস। সব জিনিসেরই ঠিক ঠিক অধিকারী আছে। সংসারী হতে গেলেও ঠিক অধিকারী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। যারা ভক্ত তারা সবকিছু সহ্য করে যায়। তাঁর প্রতি ভালবাসা এলে তিনি সব সহ্য করার ক্ষমতা দেন। এটা একটা বড় উপদেশ। সাধন অভ্যাস করতে হয় দৃঢ়ভাবে। ম্যাট্রিক পাশ করতে গেলে দশ বছর সাধন করতে হয়। আর তার থেকে লাভ হয় অতি সামান্যই। ভক্ত, অভক্ত—সহ্য সকলকেই করতে হয়। ভক্ত হাল ছাড়ে না কিছুতেই। সে তাঁকেই ধরে থাকে। সংসারে ঝড়-ঝাপটা তো থাকবেই। রামপ্রসাদ অত বড় ভক্ত, তিনি কত জোর দিয়ে বলেছেন,

'ভূতলে আনিয়ে মাগো
করলি আমায় লোহা পেটা
তবু ডাকি মা-মা বলে,
সাবাস আমার বুকের পাটা।'

''তিনি মাকে ছাড়েননি। মা ছেলেকে মারেন, তবু তো ছেলে মাকে ধরেই কাঁদে। তিনি যে আপন মা। তিনি তো সৎ মা, পাতানো মা বা ধর্ম মা নন। তাঁর কাছে কেবল দাও-দাও করা! অধিকারী হওয়ার চেষ্টা তো আগে করতে হবে। First deserve, then desire, এটা একটা মস্ত দায়িত্ব।

''ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছি কেবল দাও আর দাও। কেবল লম্বা ফর্দ ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, তোরা আমায় কী দিলি? কী জবাব দেবে তখন বলো? কীসে বেশি আনন্দ—দিয়ে না পেয়ে? আমায় শতকরা একশো জনই বলেছে—দিয়েই বেশি আনন্দ, দিতে পারলে খুব আনন্দ।

''ভক্তির ওপরের স্তর প্রেম। তাঁকে জানলে সব জানা হল। সবাই তো চাল-কলা বাঁধা বিদ্যের খদ্দের—তাঁকে পেলে তো সব পাওয়া হয়, কিন্তু আমরা তো তাঁকে চাই না।

''ঠাকুরের কী সব অদ্ভুত দৃষ্টান্ত—ওদেশে চালের আড়তে ঝোলায় চাল রেখে একটা কুলোতে গুড়মাখা খই রেখে দেয়; ইঁদুর এসে ওই গুড়মাখা খই-ই খায়, চালের সন্ধান আর করে না। আমাদের ভেতরেও আনন্দ বলো, শান্তি বলো, সব ভরে রয়েছে। কিন্তু আমরা তো তার খোঁজ করি না, কেবল বাইরের দিকেই মন।

''সহ্য করতে শেখো, এটি অভ্যাস করো। গানবাজনা শিখতে কত সময় লাগে, এরও নিয়মিত অভ্যাস প্রয়োজন। লক্ষ্য আমাদের একটাই—পরাবিদ্যা, তাঁকে যে আমাদের জানতেই হবে।

''ভক্তি আট রকম—সবচেয়ে ভাল রাগাত্মিকা ভক্তি। ভোগসুখ চাই না, দেহসুখ চাই না—এই আদর্শটা মনে রাখতে হবে। ঠাকুরের কী ত্যাগ! টাকা আর মাটি নিয়ে বিচার করে টাকা ফেলে দিলেন। পরিবর্তে ফিরে পেলেন মাকে। শুধু ত্যাগ নয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ, তাঁকে পেলে যে সব ভরে যায়! একদিন মনে হবেই, এটাই শান্তির একমাত্র রাস্তা। ভেতরে যে আমাদের আনন্দের খনি রয়েছে! সংসারে থেকেও আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবেই। সেজন্য সাধুসঙ্গ চাই। দুটো সংস্কার আছে—

শুভ আর অশুভ। শুভ সংস্কার জাগাতে হলে সাধুসঙ্গ চাই। 'ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।' শ্রদ্ধা চাই, নিষ্ঠা চাই, তবে তো হবে! সবকিছু একটা নিয়মের মধ্যে রাখতে হবে। একটা সময় ঠিক রাখতেই হবে। ইচ্ছা চাই, ওটা আসবে বিবেক থেকে। অভ্যাস চাই অভ্যাস, রীতিমতো সাধন অভ্যাস। তার সঙ্গে থাকা চাই সহ্যগুণ, দীনতা। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে দুর্বল মানুষ কত সময়ে পাগল হয়ে যায়। মাথা ঠিক রাখতে হবে। নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যাস চাই, চাই ভক্তি, ভালবাসা।

''গীতায় আছে—'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'। ঠাকুরও বলতেন, 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' সংসারে থেকে সাধন অভ্যাস করো। চাই একাগ্রতা, আমরা চাই আনন্দ, শান্তি। কুলো আর চালুনি—কুলোর মতো অসার বস্তু ফেলে আমাদের সার গ্রহণ করতে হবে।

''বিবেকই হল জীবনের হাল। সংসারসমুদ্রে যার নৌকায় পাকা মাঝি, রথে পাকা সারথি, তার কোনও ভয় নেই। পাণ্ডবদের সত্যিকার কোনও ক্ষতি হয়নি। 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। এতটুকু দুঃখ বোধ করেননি তাঁরা। সীতার কী সহিষ্ণুতা, তিনি রামময়জীবিতা। দেহ, মন, প্রাণ—সবকিছু রামকে সমর্পণ করেছেন। তাই হয়েছেন অপার সহ্যগুণের অধিকারী। রানি মীরাবাঈ—আহা কী সুন্দর! তিনি চিরস্মরণীয়া। ''মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরা ন কোই।'' বলছেন, ''সাধন করনা চাহিয়ে মনোয়া ভজন করনা চাহি।'' আর এই যে আনন্দ, শান্তি, এ তো যাওয়ার নয়। সংসারের আনন্দ তো এই আছে, এই নেই।

''এ-কথাগুলো ভুলে যাবে না, বারবার অভ্যাস করবে, বিচার করবে। সঙ্গে তো আর কিছুই যাবে না। যাবে ধর্ম—এইটাই সাধন। মায়ের ওপর সব ভার দাও।

''সাধুসঙ্গ খুবই দরকার। ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয়। যেখানে সাধুসঙ্গ নেই সেখানে বই পড়বে।'' *(ক্রমশ)*

নিবোধত কার্যালয়ের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* 'নিবোধত' পত্রিকার সংখ্যাগুলি নিশ্চিতভাবে পাওয়ার জন্য রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন।

* প্রতিটি সংখ্যা পৃথকভাবে নিতে হলে এক বছরে নবীকরণের টাকার সঙ্গে ১১০ টাকা পাঠাতে হবে। অর্থাৎ এক বছরের জন্য ১৩০+১১০ টাকা এবং তিন বছরের জন্য ৩৮০+৩৩০ টাকা।

* বছরে তিনবার দুইটি করে সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে হলে এক বছরের জন্য ১৩০+৬০ টাকা এবং তিন বছরের জন্য ৩৮০+১৮০ টাকা পাঠাতে হবে।

* এইভাবে যাঁরা নেবেন তাঁদের আর পূজাসংখ্যার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রেশন চার্জ দিতে হবে না।